দৈনিক
ইত্তেফাক

30 MAY 2017
6 2

# সিঙ্গাইরের ধল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া হয় গাছতলায়

■ মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়ন কাউন্সিল উচ্চ বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ৭০ শতাংশ জমি রয়েছে এ বিদ্যালয়টির। এর মধ্যে ১৬ শতাংশ জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্কুল আঙ্গিনাটি। এখানেই একপাশে ঘুমিয়ে আছেন এলাকার কৃতী সন্তান স্বাধীনতাযুদ্ধের তিন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। তারা হলেন: শহীদ আনিস, শহীদ রমিজ ও শহীদ শরিফ। বাকিটুকু রয়েছে খেলার মাঠ। এলাকার আরেক কৃতী সন্তান মরহুম আজিমুদ্দিন মেম্বার চেয়েছিলেন গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করে তুলতে। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এখানে জমি দান করে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি আজ নেই। আছে তার স্মৃতি— মানুষ গড়ার আঙ্গিনাটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত আর স্বাধীনতার এতো বছর পরেও বিদ্যালয়টি একেবারেই অবহেলার স্বীকার। কেউ নজর দিচ্ছেন না এ বিদ্যালয়টির প্রতি। ফলে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে এটি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ জানান, এখানে প্রায় ১৫শ' শিক্ষার্থী রয়েছে। ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১১ জন। এনটিয়ারসি নিয়োগপ্রাপ্ত দুইজন এবং শাখার বিপরীতে দুইজন শিক্ষক রয়েছেন। আরো ২২ জন শিক্ষক প্রয়োজন। ১৫ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। যেখানে ২৪টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন সেখানে আছে মাত্র ১৬টি। শ্রেণিকক্ষের অভাবে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানো হয় গাছতলায় টিনের ছাপড়ায় বসে। ঝড়বৃষ্টি আসলে শুরু হয় এদিক-সেদিক ছুটাছুটি। এছাড়া ভাঙা-চোরা টিনের ঘর আর বিল্ডিং-এর ওপর টিনের চালের নিচে ক্লাস নেয়া হয়। এতে করে প্রচণ্ড গরমে গাদাগাদি করে বসে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। ফলে শিক্ষার্থীর হারও কমে যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই অনেক শিক্ষার্থী কিন্ডার গার্টেন আর কেজি স্কুলে ভর্তি হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল কালাম আজাদ আরো বলেন, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আর ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বার বার লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ যুবায়ের সরেজমিনে দেখে প্রতিবেদনও দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন কিন্তু অদ্যাবধি কাজ হয়নি। এছাড়া নেই পর্যাপ্ত পরিমাণ বাথরুম ও টয়লেটের ব্যবস্থা। রয়েছে বিশুদ্ধ পানির অভাবসহ নানা সমস্য। অথচ লেখাপড়া ও খেলাধুলার মান খুবই সন্তোষজনক। এরপরেও আমরা অবহেলিত। কেউ নজর দিচ্ছে না স্কুলটির প্রতি।